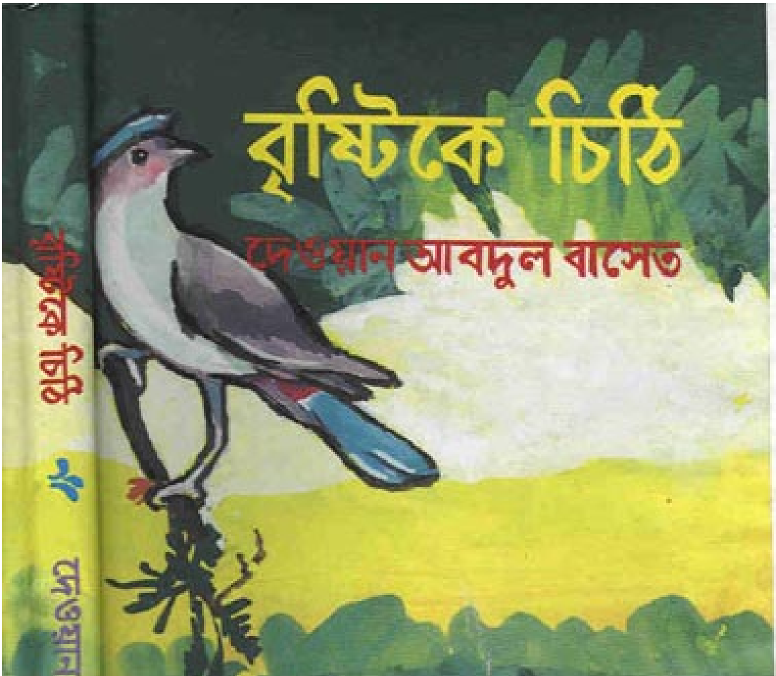

Dewan Abdul Baset, a renowned name in the world of Bengali Rhymes and poems, short story, play write and novels, is living in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia now. Kichir-michir, a collection of rhymes published in last decade and Riziader Upakhan a collection of short story in the last year. He is the editor of the 'Marupalash', a bengali literary magazine published from K.S.A. A number of playwrites written by Dewan Abdul Baset played during the last decades.

# Brishti ke Chithi

## (A letter to the rain)

(A collection of Children Rhymes and Poems)

BY

**DEWAN ABDUL BASET**

**PUBLISHED BY**

Marupalash **GROUP OF PUBLICATIONS**

**DHAKA, BANGLADESH**

**FIRST EDITION**

Brishti-Nadi Prokashony

February1997

2nd Edition

BOIPOTRO GROUP OF PUBLICATIONS, DHAKA

**NATIONAL BOOK FAIR, BANGLA ACADEMY**

**DHAKA, BANGLADESH**

FEBRUARY 1998

**3rd INTERNET EDITION**

**SHIPON**

**OCTOBER 2002**

**COMPUTER COMPOSE**

**LUBNA BASET BRISHTI**

**Copy right : Meera, Brishti, Nadi, Baishakhi**

**Cover design: S. M. Shamsuddin**

Contact with writer

E-MAIL: marupalash@yahoo.com

dewanbaset@hotmail.com

**ISBN 984-8211-12-8**

# বৃষ্টিকে চিঠি

দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রথম প্রকাশ:
অমর একুশে গ্রন্থমেলা-১৯৯৭

বৃষ্টি নদী প্রকাশনী
চাঁদপুর,বাংলাদেশ

দ্বিতীয় প্রকাশ:
অমর একুশে গ্রন্থমেলা-১৯৯৮
মরুপলাশ (বইপত্র) গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ ।

তৃতীয় ইন্টারনেট সংস্করণ
শিপন
অক্টোবর ২০০২

গ্রন্থ স্বত্ব:
মীরা, বৃষ্টি, নদী, বৈশাখী

কম্পিউটার কম্পোজ:
লুবনা বাসেত বৃষ্টি

প্রচ্ছদঃ এস, এম, শামসুচ্ছিদ

লেখকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ :
**E-mail :** marupalash@yahoo.com
dewanbaset@hotmail.com

"Brishti-ke-Chithi" composed by Dewan Abdul Baset
A collection of Childrens Rhymes and Poems
Published by: Marupalash (Boipotro) Group of Publications
Dhaka, Bangladesh
ISBN 984-8211-12-8

# বৃষ্টিকে চিঠি
দেওয়ান আবদুল বাসেত

## উৎসর্গ....

ছন্দবিহীন জীবনটিতে যে আমাকে ছন্দ দিলো
কাঁটার ঘায়ে রক্ত হাতে তবু ফুলের গন্ধ দিলো
বায়ু মৃদুমন্দ দিলো
বৃষ্টি নদীর ছন্দ দিলো
কোটি শিশু বাসতে ভালো মীরা-ই সদানন্দ দিলো ।

সেই মীরাকে..............

# বুলবুলি

বুলবুলিরে....
ধান খাবে?
ধান খেলে কী
গান গা-বে?

-ধান খাবো না
পান খাবো....

ওমা! এটা কেমন পাখি ?
বলে, নাকি
পান খাবে!

-ধান খেলে গান
হয় না গাওয়া,
বয়না বুকে
উতল হাওয়া।

জর্দা ভরে পান
জলদি করে আন্।
তারপরে সুর-
ধরবো আমি
হাছন রাজার গান।

## কানামাছি

খেলতে গিয়ে কানামাছি
চৈতী ভাঙ্গে ঠ্যাং,
কষ্ট দেখে কোলাব্যাঙে
কাঁদে ঘ্যাংগর ঘ্যাং।

কানা মাছি কানা
নেই কো তাহার ডানা
আম্মু বলে- খেলতে ওটা
কত্তো করি মানা।

## রুবির  শত হবি

চোখের ঝিলে স্বপ্ন ভাসে
রুবির শত হবি,
দেশের সেরা শিল্পী হবে
আঁকবে যতো ছবি ।

মায়ের কানের দুল
রবি ও নজরুল,
তাঁদের মতো পারলে হতে
মিলবে মালা-ফুল।

দেশের দুটি ফুল
কামরুল ও জয়নুল
তাঁদের মতো আঁকতে ছবি
করবে নাক ভুল।

পুষি বলে- ম্যাঁও
বইটি খুলে দেও,
অত্তোগুলো ভাবনা রেখে
আমায় কেলে নেও!

## শিশু সংবাদ

### একটি শিশুর জন্য

আসবে ঘরে একটি শিশু
এত্তো বড়ো লিষ্টি,
বায়না করে রাখ্‌ছি দেখো
দশটি হাড়ি মিষ্টি ।

জন্ম নিয়ে ছোট্টমণি
মেলতে যাবে দিষ্টি
রিমঝিমিয়ে নামলো সুখের
টিনের চালে বিষ্টি ।

### ধ্যানে জাতিসংঘ

বসনিয়া, চেচনিয়া
কতো শিশু মরছে!
সোমলিয়া, ইথোপিয়া
খানা-বিনা ঝরছে!

মরে গেছে ফুল ও পাতা
মা- পাখিদের ছানা,
পুড়ে গেছে আহা! কতো
মায়েদেরও ডানা!

দেশে দেশে থেমে গেছে
শিশু মনে ছন্দ,
ভাসছে শুধু বাতাসে আজ
বারুদের ওই গন্ধ!

মানবতা মরে গেছে
পশুপদে পিষ্ট,
দিকে দিকে রোনাজারি
আছে অবশিষ্ট!

শিশুদের ওই নিরাপদে
কতো পাতিসংঘ,
আজও সবে ধ্যানে আছে
ধ্যানে জাতিসংখ!

## জব্বারের ছবি

লাল শিমুলের পাপড়ি দেখে
জব্বারের ওই ছবি এঁকে
ফাগুন দিনে আগুন ঝরা
ফোটলো হাজার ফুল,
করতে স্মরণ ভাষার সেনা
হয়নি তাদের ভুল ।

## চাষ

এই দেশেতে জন্ম আমার
এই মাটিতে বাস,
মা করেছেন আমার বুকে
বর্ণমালার চাষ ।

## একুশ মানে

ফেব্রুয়ারীর একুশ মানে
ফাগুন মাসের আট,
মায়ের চোখে খোকন সোনার
রক্তে ভেজা শার্ট!
একুশ মানে-
রাষ্ট্রভাষা বাঙ্‌লা দাবীর ঝড়!
ঘর ছেড়ে যে ভাইটি গেলো
ফিরলো না তারপর!
একুশ মানে-
ভাষার সেনা শহীদ হবার দিন
থাকবে মিলন কথায়-কাজে
শপথ করার দিন।

# বৃষ্টিকে চিঠি

## (১)

বৃষ্টি, আমার আদর নিও।
তোমার চিঠি পেলাম।
ফিক্‌রা, নদীয় স্নেহ দিও
বড়ো সবায় সেলাম।

পড়ছি যখন বিদেশ বসে
তোমার লেখা চিঠি,
দূর আকাশে সাতটি তারা
হাসছে মিটিমিটি।

তোমার চিঠি প্রশ্নে এবং
মান- অভিমান ভরা,
সঙ্গে আবার ভয়টি এসে
মন করছে মরা!

ঈদে কেন বিদেশ ছিলাম
যাইনি কেন বাড়ি,
দেইনি বলে পুতুল, জামা
অম্‌নি দিলে আড়ি!

## বৃষ্টিকে চিঠি - ২

ইচ্ছে হলেই যায় কী যাওয়া?
দেশটি আরব মরু,
সত্যি মাগো, আমরা যেন
জোঁয়াল বাঁধা গোরু!

বিদেশ মানে ব্যস্ত কাজে
নিজকে বেঁধে রাখা,
সময় ধরে চলতে হবে
নইলে বিপদ-ডাকা!

স্বল্প সময় অল্প কথায়
মনের দুয়ার খুলি,
দুম্বা, উটের দেশটি হতে
ছন্দে আঁকি তুলি ।

## বৃষ্টিকে চিঠি - ৩

প্রশ্ন তোমার - আরবীরা -
যুদ্ধ কেন করে?
কুয়েতীরা ঘরটি ছেড়ে
পালায় কিসের ডরে?

সাদ্দাম হোসেন এতো নিঠুর!
কয়েত কেন এলো?
আরবীরা পশ্চিমাদের
বুদ্ধি কেন খেল?

আমীরাত ও কাতার, ওমান
মিসর, বাহরাইন,
মারবে ইরাক সবে মিলে
কেমন তরো আইন?

কত্তো শত বন্ধু ছিলো
ইরাক দেশের পাশে,
এখন কেন সবাই নীরব?
এমন সর্বনাশে!

শত্রু এবং মিত্র সেনা
কাদের বলে ডাকে?
বাঙালীরা বিদেশ কেন
চলছে ঝাঁকে ঝাঁকে?

## বৃষ্টিকে চিঠি-৪

প্রশ্ন আমার শেষ।
আমরা আছি বেশ।
তুমি ভালো থেকো,
আল্লাহ্ রসুল ডেকো।
আবার বলি- আব্বু তুমি
জল্দি ফিরো দেশে,
বিপজ্জনক ঘটবে কিছু
ইরাক নেতার গ্যাসে!

আমরা তোমায় ভাবি-
তুমি ঘরের চাবি,
তুমিই মোদের সব-
পাখির কলরব,
ভাষা এবং দৃষ্টি
ইতি-তোমার বৃষ্টি।

## বৃষ্টিকে চিঠি-৫

এত্তোটুকুন বাচ্চা মেয়ে
কত্তো কথা কয়!
জানতে কতো চায়!
ওসব কথা বলতে গেলে
বিঁধবে কাঁটা পায়!

বলছি তবু শোনো-
খুব দেরীতে চিঠি পেলে
রাগ করো না কোনো।

প্রশ্ন তোমার শেষটি দিয়ে
করছি শুরু জবাব-
তেরো কোটির বাংলাদেশে
কাজের বড়ো অভাব!

তাইতো বেকার বাঙালীরা
বিদেশ পানে ছুটে,
অদক্ষরা করবে কী আর
আলু-পেঁয়াজ কুটে!

# বৃষ্টিকে চিঠি-৬

চুপি চুপি বলছি এবার
অন্য কথা শোনো-
জানলে কেহ চিম্‌টি দেবে
মুখ খোলো না কোনো!

আরবীরা যুদ্ধ করে
হিংসা বড়ো কারণ,
মার্কিনীরা তাদের দাদা
কিন্তু বলা বারণ!

সাদ্দাম হোসেন হয়তো নিঠুর
পাওনা নাকি ছিলো,
ওটা নাকি পায়নি বলে
অম্‌নি হানা দিলো!

কুয়েত সেনা হয়তো ভীতু
ইরাক সেনা দেখে,
যুদ্ধ বিনা পালায় তারা
দেশটা ফেলে রেখে!

কিন্তু সেদিন অমন ভুলে,
কত্তো শিশু মরে!
একটুখানি ধৈর্য ধরো
বলছি কিছু পরে।

## বৃষ্টিকে চিঠি-৭

জোট বেঁধেছে সবে মিলে
জাতিসংঘের আইন,
কেউবা বলে, অন্য কথা
কেউবা খোঁজে লাইন!

আরবীরা বেজায় ধনী
তাইতো সবে আসে,
মৌমাছিরা যেমনি ঘুরে
ফুলের আসে-পাশে।

পাগলা 'হোসেন' ঢুক্‌লো কুয়েত
ঢুকলো তাদের ঘরে,
তার পাশে কেউ আসতে পারে?
জাতিসংঘের ডরে!

নাম পেয়েছে শত্রু সেনা
সব ইরাকী সেনার দল,
মার্কিনীরা বন্ধু-মিতা
বাদ-বাকীরা খেলার বল!?

এইরে....আমি কী বলিলাম
ওই বুঝি কেউ এলো,
মাত্রা ছাড়া বললে কথা
মারবে কাঠের চেলো!

না। না। ওটা নেংটি ইঁদুর
ঢুকছে বইয়ের তাকে,
চিঁ চিঁ সুরে নৃত্য করে
বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে।

## বৃষ্টিকে চিঠি-৮

একটু কথা বাকী আছে
লক্ষ্মী মাগো বসো,
আদর করে নাকটি তোমার
আমার নাকে ঘঁষো ।

গ্যাসের কথা লিখছো তুমি
ভয়টি তোমার সত্যি!
সঙ্গে রাখি গ্যাসের মুখোশ
মিথ্যে নয় এক রত্তি ।

কেম্‌নে আমি দেশে যাবো!
বিমান যে মা বন্ধ!
সন্ধ্যে-সকাল পাই যে নাকে
বারুদ পোড়া গন্ধ!

অই বারুদে হারায় কতো
মা-পাখিদের ছানা,
কোথায় তাদের খোকা-খুকু
নেই যে মায়ের জানা ।
করতো ওরা খেলা-ধুলা
জানতো খাওয়া-ঘুম,
চিন্‌তো শুধু তোমার মতো
মায়ের বুকের উম্‌!

কিন্তু ওরা গেলো ঝরে,
ফুল ও পাতা ঝরে পড়ে!
শিশুর কথা বলছে কেহ
নকল চোখের জলে;
সেই ছলনার ফলে-
লক্ষ পিপা তেলও ভাসে
উপসাগর জলে!

## বৃষ্টিকে চিঠি-৯

এসব কথা শোন্‌লে তোমার
লাগবে খারাপ জানি,
জানোইতো মা আব্বু তোমার
সত্য কথার ঘানি!

সত্য যে মা মিষ্টি নয়
দোয়েল-শ্যামার শিস্‌টি নয় ।
সত্য বলায় কষ্ট হয়
কত্তো কিছু নষ্ট হয়
তবুওতো আসল-নকল
সত্য দিয়েই-
পষ্ট হয় ।!

বিশ্বজুড়ে সত্য জ্ঞানে
করছে মানুষ সর্ব জয়
দিকে দিকে গর্ব-মিছে
দেখছি কেবল খর্ব-ক্ষয়!!

# বৃষ্টিকে চিঠি-১০

বেশতো হলো কথা বলা
এবার শো‘বে চলো,
কালকে ভোরে শিশির-ঘাসে
আমার কথা বলো ।

কালকে আমার কাজের তাড়া
আজকে তবে রাখি,
ঘুমের পরী ধরছে চেপে
আমার দু‘টি আঁখি ।

জলদি করে জবাব দেবে
হল্‌দে খামে, তবে-
আকাশ পথে থাকবো চেয়ে
আসবে চিঠি কবে!

বৃষ্টি তোমায় করছি দোয়া
সামনে রেখে কাবা‘-
ফুলের মতো জীবন গড়ো
ইতি- তোমার বাবা ।

# সেই ছেলেটি

জোনাক-জ্বলা অন্ধকারে
নীরব পরিবেশ,
দখিন দিকের বাতাস এসে
দোলায় গাছের কেশ ।

যে ছেলেটি কাঁপতো ভয়ে
শোন্‌লে পেঁচার ডাক,
"ব্রীজ্" উড়ালো সে ছেলেটি
লাগলো সবার তাক্!

যে পকেটে থাকতো তাহার
চিনেবাদাম, বুট,
সে পকেটে 'গ্রেনেড' নিয়ে
ছুটছে মরণ ছুট্!

যে হাতে তার খেলার সাথী
থাকতো ঘুড়ি, ডাং-
সে হাতে এক অস্ত্র নিয়ে
সাঁত্‌রে পেরোয় গাঙ্!

যে ডাকুরা কেড়ে নিলো
ছেলের চোখের ঘুম,
অন্ধকারেই করবে তাদের
খতম এবং গুম্!

ভোর হলো যেই আঁধার শেষে
বিজয় গানের ধুম্,
কিন্তু আহা! ভাঙ্গলো না যে
সেই ছেলেটির ঘুম!!

---

# আরব দেশে ঈদ

লক্ষী সোনা শোনবে তুমি
আরব দেশে ঈদ কেমন?
ঈদটা ওদের নয়তো তেমন
বাংলাদেশে ঈদ যেমন।

নেইকো আওয়াজ পট্‌কাবাজী
নেই শিশুদের বাঁশির টান,
বাড়ির ছাদে, মাঠে-ঘাটে
কেউ খোঁজে না ঈদের চাঁন!

খোকা খুকু চায় না কিছু
যখন ঈদের মাস আসে!
নিত্য দিনই ঈদটা ওদের
সুখের পাখি চারপাশে!

ভোর-বিহানে নামাজ শেষে
ফিরবে সবে আপন ঘর,
কেউ মেলে না কারো বুকে
কেউ ভুলে না আপন-পর!

আমার মতো বাঙালিরা
বিদেশ যারা ঈদ করে,
দীর্ঘশ্বাসে কষ্টগুলো
দেয় উড়িয়ে জিদ্‌ করে!

বিদেশ মানে জেলের ঘানি
ছুট্‌তে কী আর পারি?
তোমায় ছাড়া খুশির ঈদে
দুঃখ ভীষণ ভারী।।

---

# ইতিহাসের ছড়া-১

## চোখে আছে পলাশী

গদি পাবে সেই লোভে
আঁটে শত ফন্দি,
বিলেতীর সাথে হলো
জাফরেরও সন্ধি!

পলাশীর মাঠে হবে
নাটকীয় যুদ্ধ,
বিজয়ের বাঁধা হয়ে
হবে অবরুদ্ধ!
সেই ফাঁকে কেড়ে নেবে
নবাবেরও প্রাণ!
বর্গীরা গদি দেবে
দেবে মহা-মান?!

সপনের আলো- আশা
গদি তার ভালোবাসা।
ঘষেটির চোখে নাচে
রুপে ধোয়া- চাঁন!
কানও গেলো
মানও গেলো
গেলো শেষে জান!

চোখে আছে পলাশী
বুকেতে সিরাজ
চিরদিন বাঙালীতে
রবে সে বিরাজ।

আজও মনে পড়ে সেই
মেঘে ঢাকা 'জুন'
বাঙালীর স্বাধীনতা
হলো যেথা খুন!

## ইতিহাসের ছড়া-২

### সুলতানা রাজিয়া

মেঘে ধোয়া কেশও নেই
নারী- মাতা বেশও নেই
শত কথা রটে যায়,
কানা-গুষা শেষও নেই!

ছুটে ঘোড়া তবু তাঁর
তলোয়ার ও কোমরে!
রণ সাজে ছুটে যায়
মুখোমুখি সমরে!

বারো শতকের যুগে
নারী-বীর সাজিয়া,
ইতিহাস গড়ে গেছে
সুলতানা রাজিয়া!

## নেকড়ে

বন্দুকের ওই বাঁট্‌টি দিয়ে
বাপকে আঘাত করতে থাকে!
মা-বুবুদের শাড়ি আবার
ওরা যখন ধরতে থাকে!

ডানপিটে ওই পিচ্চিগুলো
ঠিক তখনি রাগতে থাকে
তাদের যুতির ঘাইটি খেয়ে
নেকড়েগুলো ভাগতে থাকে!

চিল্লায়ে তাই বলছে ওরা-
নেকড়ে....
আমরা যে সব বাঘের পোলা
দেখরে চেয়ে দেখরে!!

## বস্তিবাসী শিশু

অই শিশুরা বস্তিবাসী
শীত যে ওদের পর,
তাদের জীবন গাছের তলে
কিংবা ছালার ঘর!

গরম কাপড়, লেপ-কাঁথা নেই
শীত যে ভয়ংকর!
হিমেল হাওয়া বইলে তাদের
লাগতে থাকে ডর!

ডর লাগে ঠিক্ তেম্‌নি দেখে
আসবে যদি ঝড়,
এক পলকে নিবে উড়ে
তাদের ছালার ঘর!

## কুয়েতী শিশু
(আগষ্ট'৯০ - ফেব্রুয়ারী' ৯১)

অই শিশুরা বন্দী ঘরে
শোনবে পুষি- খুকু
দত্যিগুলো খাইছে গিলে
এদের খুশিটুকু!

অই শিশুদের পিতা- মাতা
রোগে যারা কাঁশছিলো,
ভয়ে তারা কাঁশও ভুলে
এম্‌নি হাজত্‌বাস ছিলো!

আগষ্ট হ'তে ফেব্রুয়ারী
দেশটি ছিলো এক- দুয়ারী

সেই দুয়ারে ধাক্কা দিয়ে
যেদিন ফুলের বাস এলো
অই শিশুদের নাচে- গান
স্বপ্ন ভরা মাস এলো ।

## নামতার ছড়া

দুই এক্‌কে দুই
কইরে খোকা তুই?
আয়রে যাদু, খাইতে দেবো
টাট্‌কা ভাজি রুই।

দুই দুগুণে চার
আর খেলো না আর,
এবার তুমি পড়তে বসো
সন্ধ্যে হলো পার।

তিন দুগুণে ছয়
আম্মু কেবল কয়,
অনেক পড়া পড়তে হবে
একটি, দুটি নয়।

চার দুগুণে আট
ভাল্লাগে না পাঠ
আমায় কেবল উতল করে
সরষে ফুলের মাঠ।

পাঁচ দুগুণে দশ
লাগলে মুখে পুড়ে যাবে
কাচ্চা আমের কস্!
কিন্তু শরীর তাজা রাখে
পাক্‌না ফলের রস।

ছয় দুগুণে বারো
জানবে তুমি আরো
সত্য এবং মিষ্টি কথায়
সবার নজর কাড়ো।

---

সাত দুগুণে চৌদ্দ
লিখবে ছড়া, পদ্য
পড়লে তুমি জানতে পাবে
মিথ্যে ওজা, বৈদ্য!

আট দুগুণে ষোল
চোখটি এবার খোলো
কারিগরী শিক্ষা নিয়ে
জীবন গড়ে তোলো।

নয় দুগুণে আঠারো
সইবে আঘাত কাঁটারও
জানতে শিখো নিজকে এবার
সামনে আছে পাঠ আরও।

দশ দুগুণে বিশ
দোয়েল পাখির শিস্
এ বয়সে রঙের দোলায়
দেখবে রঙিন 'ফিশ'
না ভেবে পথ চলতে গেলে
জীবন হবে বিষ!

**ছন্দ দিয়ে গন্ধ ছড়ার কাজটি হলো শেষ**